Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501028

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

The Interrelationship of Love, Separation, and Existential Consciousness in the Selected Poems of Sudhindranath Datta: A Critical Re-reading in a Modernist Context

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নির্বাচিত কবিতায় প্রেম, বিরহ ও অস্তিত্বচেতনার আন্তঃসম্পর্ক আধুনিকতাবাদী পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমালোচনামূলক পুনঃপাঠ

Sk Azaharuddin
Researcher
Bengali Department
Burdwan University

Received on: 02th April 2026
Accepted on: 13th April 2026

Abstract:

In the poetry of Sudhindranath Dutta, the interrelationship between love, separation, and existential consciousness holds a distinctive significance within the framework of Bengali modernist literature. This paper examines these three interconnected experiences through a modernist lens, with particular focus on the poems Shashwati and Orchestra. The primary objective of the study is to explore how personal experiences of love transform through separation into a deeper sense of existential awareness, thereby reflecting the psychological crises of modern individuals. In Shashwati, love emerges as an eternal and elusive experience, articulated not through direct expression but through memory, symbolism, and suggestion. Here, separation does not diminish love; rather, it renders it more enduring and aesthetically profound. Through the reconstruction of memory, love transforms into an absent yet powerful presence, leading the poet into deeper layers of existential realization. Thus, love and separation function as sources of existential consciousness in this poem.In contrast, Orchestra presents this relationship in a more complex and multi-dimensional manner. Love here transcends personal emotion and becomes part of a broader philosophical understanding of life. The experience of separation evolves beyond individual suffering into a symbol of universal emptiness and alienation. The uncertainties, despair, and sense of meaninglessness characteristic of modern life are strongly reflected in the poem. Consequently, love is not portrayed as a promise of fulfillment but as a persistent sense of incompleteness, intensifying the crisis of existence. A comparative reading of the two poems reveals that Sudhindranath Dutta conceives love as a dialectical experience, where union and separation, presence and absence, hope and despair operate simultaneously. This inherent tension gives rise to existential consciousness in his poetry. Within the modernist context, such an experience is particularly significant, as it reflects the fragmentation and self-searching tendencies of the individual psyche. Therefore, through an analysis of Shashwati and Orchestra, this paper demonstrates that love, separation, and existential consciousness form an inseparable triadic relationship in Sudhindranath Dutta's poetry, enriching both the philosophical depth and aesthetic dimension of Bengali modernist verse.

Key Words:

© Santiniketan Sahityapath

Sudhindranath Dutta, Shashwati, Orchestra, Love, Separation, Existential Consciousness, Modernism, Aesthetics, Memory, Emptiness.

মূল প্রবন্ধ

বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক অনন্য ও স্বতন্ত্র স্বরের অধিকারী কবি, যাঁর কাব্যভুবন জটিল মনন, দার্শনিক গাম্ভীর্য এবং নান্দনিক শৈলীর এক গভীর সংমিশ্রণে নির্মিত। তাঁর কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তিকতা ও আবেগের এক সূক্ষ্ম সমন্বয় লক্ষ করা যায় যা বাংলা কাব্যধারায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে বাংলা কবিতায় যে আধুনিকতাবাদী ধারা সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হয়, তার অন্যতম প্রধান রূপকার হিসেবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অবদান অনস্বীকার্য। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী বাংলা কবিতায় একটি নতুন ভাষা, নতুন চেতনা এবং আধুনিক মানবমনের সংকটকে প্রকাশ করার তাগিদ অনুভূত হচ্ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাসচেতনা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করে এক জটিল ও মননির্ভর কাব্যভাষা নির্মাণ করেন। বুদ্ধদেব বসুর মতে "তিনি বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর মতো নানাগুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পর আমি অন্য কাউকে দেখিনি।"[১] তাঁর কবিতায় ব্যক্তিমানসের অন্তর্লৌকিক টানাপোড়েন, অস্তিত্বগত সংকট, প্রেম ও বিরহের সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং সময়-সচেতনতার গভীর অনুরণন এক জটিল কাব্যরীতির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে তাঁর কাব্যবিশ্বকে অনুধাবন করতে গেলে কেবলমাত্র আবেগপ্রবণ পাঠ নয়, বরং একটি গভীর তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়।

আধুনিকতাবাদী সাহিত্যচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিসত্তার সংকট, বিচ্ছিন্নতা, এবং চিরন্তন অর্থের অনিশ্চয়তার প্রতি তীক্ষ্ণ সংবেদন। পাশ্চাত্য সাহিত্য-ভাবনায় যেমন অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব — বিশেষত জঁ-পল সার্ত্র (Jean-Paul Sartre) বা আলবেয়র কামু-এর (Albert Camus) চিন্তায় — মানুষের অস্তিত্বের অসারতা, নিঃসঙ্গতা এবং স্বাধীনতার দ্বন্দ্বকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনি বাংলা আধুনিক কবিতায়ও এই সংকটের অনুরণন লক্ষ করা যায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই ধারার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত; তবে তিনি কেবল অনুকরণে সীমাবদ্ধ থাকেন নি, বরং ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিগত মনন এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে মিলিয়ে এক স্বকীয় কাব্যরূপ নির্মাণ করেছেন।

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ হলো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নির্বাচিত কবিতায় প্রেম, বিরহ ও অস্তিত্বচেতনার পারস্পরিক সম্পর্ককে আধুনিকতাবাদী পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা। তাঁর কবিতায় প্রেম কেবল রোমান্টিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তা এক গভীর আত্মানুসন্ধানের প্রক্রিয়া, যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক ক্রমে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক পরিসরে রূপান্তরিত হয়। এই প্রেম প্রায়শই পূর্ণতার পরিবর্তে অপূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়, যার ফলে বিরহ এক অনিবার্য অভিজ্ঞতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু এই বিরহও নিছক বেদনার অনুভূতি নয়; বরং তা এক অস্তিত্বগত প্রশ্নের জন্ম দেয়, যেখানে 'আমি' এবং 'অন্য'এর সম্পর্ক, উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির দ্বন্দ্ব, এবং স্মৃতির নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বিরহ একটি বহুমাত্রিক ধারণা — এটি যেমন ব্যক্তিগত বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা, তেমনি তা অস্তিত্বগত নিঃসঙ্গতার প্রতীক। আধুনিক মানুষের জীবনে যে বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে, তারই প্রতিফলন আমরা তাঁর কবিতায় দেখতে পাই। এখানে বিরহ কখনো প্রিয়জনের থেকে দূরত্ব, কখনো অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিচ্ছেদ, আবার কখনো আত্মপরিচয়ের সংকট হিসেবে প্রতিভাত হয়। ফলে প্রেম ও বিরহের মধ্যকার সম্পর্ক একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় রূপ নেয়, যেখানে একটির ভিতরেই অন্যটির সম্ভাবনা নিহিত থাকে। অন্যদিকে, অস্তিত্বচেতনা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় উপাদান। তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে আসে জীবনের অর্থহীনতা, সময়ের অস্থায়িত্ব, এবং মানুষের সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন। তবে এই অস্তিত্বচেতনা নিছক নৈরাশ্যবাদে পর্যবসিত হয় না; বরং তা এক গভীর আত্মসমীক্ষার দিকে পরিচালিত করে। কবি যেন নিজের অস্তিত্বকে অন্বেষণ করতে গিয়ে বারবার প্রশ্ন করেন — মানুষের জীবনের অর্থ কী? প্রেম কী সেই অর্থের সন্ধান দিতে সক্ষম, নাকি তা কেবল এক মায়া? বিরহ কী শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের প্রতীক, নাকি তা নতুন কোনো উপলব্ধির দ্বার উন্মোচন করে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার সমালোচনামূলক পুনঃপাঠ করা হবে। বিশেষত তাঁর 'শাশ্বতী' ও 'অর্কেস্ট্রা' প্রভৃতি কবিতায় প্রেম, বিরহ ও অস্তিত্বচেতনার যে জটিল আন্তঃসম্পর্ক নির্মিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রবন্ধে একটি সুসংহত তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের

© Santiniketan Sahityapath

চেষ্টা করা হবে। এখানে নন্দনতত্ত্ব ও দার্শনিক বিশ্লেষণকে সমন্বিত করে পাঠ করা হবে, যাতে কবিতার ভাষা, প্রতীক, চিত্রকল্প এবং ভাববিন্যাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হয়।

আধুনিকতাবাদী প্রেক্ষাপটে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যকে মূল্যায়ন করতে গেলে তাঁর ভাষাশৈলী ও কাব্যরীতির দিকটিও বিশেষভাবে বিবেচ্য। তাঁর কবিতায় যে জটিল বাক্যগঠন, গাঢ় প্রতীকী ভাষা এবং ইঙ্গিতপূর্ণ বাচনভঙ্গি দেখা যায়, তা কেবল নান্দনিক অলংকার নয়; বরং তা তাঁর দার্শনিক চিন্তার বাহন। সমালোচকের মতে, "সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন এমন যুক্তিনিষ্ঠ, এমন সুস্থিত তার বাক্যবিন্যাস, পদগুলির পারস্পরিক এমন নিবিড়তা, এবং শব্দপ্রয়োগ এমন যথার্থ, যে মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে তিনি প্রাঞ্জলতর উদাহরণ বলেই গণ্য হতেন। অর্থাৎ মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে, তাঁর কবিতা হতো না এমন সুস্থিত ও যুক্তিসংহত, এমন ঘন ও সুষম — ফলে তার চরিত্রও প্রকাশ পেত না।"[২] ফলে এই প্রবন্ধে ভাষা ও ভাবের পারস্পরিক সম্পর্কও বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত হবে। সবশেষে বলা যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় প্রেম, বিরহ ও অস্তিত্বচেতনা একটি পরস্পর-সম্পর্কিত জটিল ত্রয়ী, যা তাঁর কাব্যবিশ্বকে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে। এই ত্রয়ীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে কেবল তাঁর কবিতার নান্দনিক ও দার্শনিক গভীরতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, বরং বাংলা আধুনিক কবিতার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেও তাঁর অবস্থানকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করা যায়। এই প্রবন্ধ সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই একটি সমালোচনামূলক পুনঃপাঠ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যজগতে 'শাশ্বতী' কবিতাটি প্রেম, বিচ্ছেদ, অস্তিত্ববোধ এবং মানসিক দ্বন্দ্বের এক অনন্য দার্শনিক রূপায়ণ হিসেবে বিবেচিত। আধুনিক বাংলা কবিতার ভুবনে এই কবিতাটি কেবল আবেগের প্রকাশ নয়; বরং তা বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ, আত্ম-অন্বেষণ এবং অস্তিত্বের গভীর সংকটকে ধারণ করে। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যদৃষ্টিতে প্রেম কোনো সরল, একরৈখিক অনুভূতি নয় — এটি জটিল, বহুস্তরীয় এবং প্রায়শই আত্মবিরোধী। 'শাশ্বতী' কবিতায় এই জটিলতারই শিল্পিত প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

আলোচ্য কবিতায় প্রেমের ধারণা এক বিশেষ বৌদ্ধিক মাত্রা লাভ করেছে। এখানে প্রেম রোমান্টিক আবেগের উচ্ছ্বাসে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা এক গভীর আত্মসচেতনতার মধ্য দিয়ে গঠিত। প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক এখানে কেবল পারস্পরিক আকর্ষণের বিষয় নয়, বরং তা হয়ে ওঠে এক ধরনের মানসিক ও অস্তিত্বগত অন্বেষণ। প্রেমের মধ্যেই কবি খুঁজে পান মানুষের সীমাবদ্ধতা, অনিশ্চয়তা এবং চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব। এই প্রেমে যেমন আকর্ষণ আছে, তেমনি রয়েছে দূরত্ব; যেমন আছে মিলনের বাসনা, তেমনি রয়েছে বিচ্ছেদের অনিবার্যতা। তাই কবি কণ্ঠে যেমন ধ্বনিত হয়েছে আনন্দঘন প্রেমের উচ্ছাস — "মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী; / নবান্নে তার আসর রয়েছে পাতা; / পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি; / একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।"[৩] তেমনি ধ্বনিত হয়েছে সহস্র প্রশ্ন জর্জরিত বিরহের সেই কঠিন বজ্রধ্বনি — "কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে"[৪]

বিচ্ছেদ বা বিরহ 'শাশ্বতী' কবিতায় এক গভীর দার্শনিক তাৎপর্য বহন করে। এটি নিছক প্রিয়জন থেকে দূরে থাকার দুঃখ নয়; বরং তা মানুষের অস্তিত্বের অন্তর্গত এক মৌলিক সত্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দৃষ্টিতে মানুষ স্বভাবতই একাকী, এবং এই একাকীত্বই তার অস্তিত্বের মূল সুর। প্রেম সেই একাকীত্বকে সাময়িকভাবে লাঘব করলেও, শেষপর্যন্ত বিচ্ছেদই অনিবার্য। ফলে বিরহ এখানে শুধু বেদনার উৎস নয়, বরং তা এক ধরনের আত্মজিজ্ঞাসার ক্ষেত্র। বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের অস্তিত্ব, নিজের সীমা এবং নিজের শূন্যতাকে উপলব্ধি করে। অন্যদিকে 'শাশ্বতী' কবিতায় অস্তিত্ববোধের প্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক যুগে মানুষের জীবনে যে অনিশ্চয়তা, বিচ্ছিন্নতা এবং মূল্যবোধের সংকট দেখা দেয়, তারই প্রতিফলন এই কবিতায় স্পষ্ট। কবি উপলব্ধি করেন যে, মানুষের জীবনে কোনো চূড়ান্ত স্থিরতা নেই; সবকিছুই পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী। প্রেমও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে প্রেমের মধ্যেও এক ধরনের অস্থায়িত্ব এবং অনিশ্চয়তা কাজ করে। এই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নেয় অস্তিত্বের গভীর সংকট — মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করে নিজের অস্তিত্ব, নিজের সম্পর্ক এবং নিজের জীবনের অর্থ নিয়ে।

মানসিক দ্বান্দ্বিকতা 'শাশ্বতী' কবিতার অন্যতম প্রধান একটি দিক। কবির চেতনায় একদিকে রয়েছে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে রয়েছে সেই প্রেমের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে গভীর বোধ। এই দ্বন্দ্বই তাঁর কাব্যকে এক বিশেষ তীব্রতা প্রদান করেছে। প্রেমের মধ্যে যেমন আকর্ষণ, তেমনি রয়েছে ভয়; যেমন মিলনের বাসনা, তেমনি রয়েছে বিচ্ছেদের আশঙ্কা। এই দ্বৈত অনুভূতির সংঘাত কবির মানসে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, তা তাঁর ভাষা ও চিত্রকল্পে প্রতিফলিত হয়েছে — "একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে / ভর করেছিল

© Santiniketan Sahityapath

সাতটি অমরাবতী; / একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে, / থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি; / একটি পণের অমিত প্রগলভতা / মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে; / একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা/ প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে।।"[৫] সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যভাষা এই দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। তাঁর ভাষা ঘন, প্রতীকসমৃদ্ধ এবং অনেকাংশে ইঙ্গিতপূর্ণ। 'শাশ্বতী' কবিতায় ব্যবহৃত শব্দচয়ন ও চিত্রকল্প পাঠককে সরাসরি কোনো আবেগে নিমজ্জিত করে না; বরং তাকে চিন্তার জগতে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। এই কাব্যভাষা পাঠকের কাছ থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবি করে, যা আধুনিক কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য কবিতা পাঠে আমরা সেই ভাবজগতের কাব্যভাষাকে খুঁজে পাই — "ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি, / অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে; / অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি / দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে ।"[৬]

'শাশ্বতী' কবিতায় সময়চেতনার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এখানে বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়। প্রেমের স্মৃতি, বর্তমানের অনুভূতি এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা — এই তিনটি স্তর একত্রে কবিতার অর্থকে গভীরতর করে তোলে। ফলে প্রেম ও বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা সময়ের বিস্তৃত পরিসরে প্রতিফলিত হয়। দার্শনিক দিক থেকে আলোচ্য কবিতাটি অনেকাংশে অস্তিত্ববাদী চিন্তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ যদিও কবি সরাসরি কোনো দর্শনের অনুসারী নন, তবুও তাঁর কবিতায় মানুষের একাকীত্ব, অনিশ্চয়তা এবং অর্থহীনতার বোধ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রেম এখানে একমাত্র আশ্রয় হলেও, সেটিও স্থায়ী নয়। ফলে মানুষ এক চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকে — সে যেমন ভালোবাসতে চায়, তেমনি জানে যে সেই ভালোবাসা চিরস্থায়ী নয়। আর সেজন্যই বোধহয় কবি লিখেছেন — "স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে / অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা; / সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে / আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিবো না।।"[৭] কবির মনে স্মৃতিগুলি যেন পিপীলিকার মতো ধীরে ধীরে জমা হয় এবং হৃদয়ের প্রতিটি কোণে অতীতের মধুর মুহূর্তগুলি সঞ্চিত হয়ে থাকে। সেই প্রিয় ব্যক্তি হয়তো সময়ের প্রবাহে সব ভুলে যেতে পারে, কিন্তু কবি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। যত যুগই কেটে যাক কবির মনে সেই স্মৃতি চিরকাল অম্লান থাকবে।

তাই বলা যায় যে, 'শাশ্বতী' কবিতায় প্রেম, বিচ্ছেদ, অস্তিত্ববোধ এবং মানসিক দ্বন্দ্ব একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই কবিতায় প্রেম কোনো সরল অনুভূতি নয়; বরং তা এক জটিল, বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা, যা মানুষের অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত। বিচ্ছেদ এখানে শুধু বেদনার কারণ নয়, বরং তা আত্ম-উপলব্ধির একটি মাধ্যম। অস্তিত্ববোধ মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা ও শূন্যতাকে সামনে নিয়ে আসে, আর মানসিক দ্বন্দ্ব সেই অভিজ্ঞতাকে আরো তীব্র করে তোলে। এইভাবে 'শাশ্বতী' কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যপ্রতিভার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন, যেখানে প্রেম ও বিরহের চিরন্তন বিষয় আধুনিক দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুন অর্থ লাভ করেছে। তাঁর এই কাব্য আমাদের শেখায় যে, প্রেম কেবল আনন্দের নয়, তা এক গভীর বোধের, প্রশ্নের এবং আত্ম-অন্বেষণের পথ — যেখানে মানুষ নিজেকেই নতুনভাবে আবিষ্কার করে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যভুবনে 'অর্কেস্ট্রা' একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতীকধর্মী কবিতা, যেখানে প্রেম, বিচ্ছেদ, অস্তিত্ববোধ এবং মানসিক দ্বন্দ্ব এক জটিল ও বহুস্বর রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে এই কবিতাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এখানে কবি প্রচলিত আবেগনির্ভর প্রেমচেতনার পরিবর্তে এক বৌদ্ধিক, বিশ্লেষণধর্মী এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 'অর্কেস্ট্রা' নামটিই ইঙ্গিত করে বহু স্বর, বহু সুর এবং বহু অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত এক জটিল অভিজ্ঞতার দিকে — যা মানুষের অন্তর্জীবনের প্রতীক।

'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় প্রেম একটি বহুমাত্রিক ও বহুস্বরিক অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এখানে প্রেম কোনো একক, সরল আবেগ নয়; বরং তা বিভিন্ন অনুভূতি, স্মৃতি, আকাঙ্ক্ষা এবং সংশয়ের সম্মিলিত রূপ। যেমন একটি অর্কেস্ট্রায় নানা যন্ত্রের সুর মিলিত হয়ে একটি সমগ্র সংগীত সৃষ্টি করে, তেমনি এই কবিতায় প্রেমের অভিজ্ঞতা গঠিত হয়েছে নানা বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী অনুভূতির সংমিশ্রণে। ফলে প্রেম এখানে একদিকে আকর্ষণের, অন্যদিকে সংশয়ের; একদিকে মিলনের বাসনা, অন্যদিকে বিচ্ছেদের আশঙ্কার আধার। বিচ্ছেদ বা বিরহ আলোচ্য কবিতায় গভীর দার্শনিক তাৎপর্য লাভ করেছে। এই বিচ্ছেদ কেবল শারীরিক দূরত্ব বা প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি নয়; বরং তা মানুষের অস্তিত্বগত একাকীত্বের প্রতিফলন। কবি উপলব্ধি করেন যে, মানুষ মূলত

© Santiniketan Sahityapath

একা — তার অন্তর্জগৎ অন্য কারোর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মেলানো সম্ভব নয়। প্রেম এই একাকীত্বকে সাময়িকভাবে আড়াল করলেও, শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদই অনিবার্য সত্য হিসেবে ফিরে আসে। এই উপলব্ধি কবিতায় এক গভীর বেদনা ও শূন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা কেবল আবেগের নয়, বরং অস্তিত্বের স্তরে প্রভাব ফেলে। আর সেজন্যই কবি লিখেছেন — "খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম, 'তোমার প্রেমে / নই কি আমি প্রথম আগন্তুক ?'/ অবাক বিষাদ এল তোমার চক্ষে নেমে; / রক্তে ভাঁটা, ফিরিয়ে নিলে মুখ॥"[৮]

'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় অস্তিত্ববোধের প্রকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর। আধুনিক যুগের মানুষের যে বিচ্ছিন্নতা, অনিশ্চয়তা এবংমূল্যবোধের সংকট, তারই প্রতিফলন এই কবিতায় দেখা যায়। কবি অনুভব করেন যে, মানুষের জীবন কোনো স্থির বা নিশ্চিত অর্থ বহন করে না; বরং তা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত। প্রেমের অভিজ্ঞতাও এই অনিশ্চয়তার বাইরে নয়। ফলে প্রেমের মধ্যেও এক ধরনের অস্থিরতা ও অনির্দিষ্টতা কাজ করে, যা মানুষের অস্তিত্বগত সংকটকে আরো তীব্র করে তোলে। আর সেই অনুভূতিই কবির কলমে ধ্বনিত হয়েছে — "একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের পরে;/ সামনে মরু অস্থিসমাকুল। / মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিল আজকে মোরে;/ অস্তমিত বিধির আমি ভুল।"[৯] কবি নিজেকে সময়ের ধ্বংসস্তূপের উপর একা দাঁড়িয়ে থাকা এক পরিত্যক্ত সত্তা হিসেবে দেখছেন। তাঁর সামনে শুধু শূন্যতা ও মৃত্যুর প্রতীকী মরুভূমি। এমন কি মৃত্যু নিজেও যেন তাকে ভুলে গেছে — অর্থাৎ তিনি না জীবনের মধ্যে, না মৃত্যুর মধ্যে; এক অদ্ভুত মধ্যবর্তী অবস্থায় আটকে আছেন। তিনি মনে করছেন, তিনি ভাগ্যের এক ভুল সৃষ্টি — অস্তিত্বহীনতার মতো এক অর্থহীন অস্তিত্বে আবদ্ধ। এককথায় কবি গভীর একাকীত্ব, অর্থহীনতা ও অস্তিত্বহীনতার যন্ত্রণায় ভুগছেন — যেখানে জীবন ও মৃত্যু দুটোই যেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

মানসিক দ্বন্দ্ব আলোচ্য কবিতার অন্যতম প্রধান উপাদান। কবির চেতনায় প্রেমের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই প্রেমের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে গভীর বোধ — এই দুই বিপরীত শক্তি ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত। একদিকে তিনি প্রেমের মাধ্যমে আত্ম-পরিপূর্ণতা লাভ করতে চান, অন্যদিকে উপলব্ধি করেন যে সেই পরিপূর্ণতা কখনোই সম্পূর্ণ নয়। এই দ্বন্দ্ব তাঁর মানসে এক অন্তর্দহন সৃষ্টি করে যা কবিতার প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়েছে।

'অর্কেস্ট্রা' কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রতীকধর্মী ভাষা ও চিত্রকল্প। এখানে সংগীতের উপমা ব্যবহার করে কবি মানুষের অন্তর্জগতের জটিলতাকে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন সুর, তাল ও লয়ের সমন্বয়ে যেমন একটি সংগীত সৃষ্টি হয়, তেমনি মানুষের মনেও বিভিন্ন অনুভূতি, স্মৃতি ও চিন্তার সংঘাতে এক জটিল মানসিক অবস্থা তৈরি হয়। এই প্রতীকী বিন্যাস কবিতাটিকে এক গভীর দার্শনিক মাত্রা প্রদান করেছে। কবি লিখেছেন — "জাগিল বিনম্র সুরে / কম্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ। মোর পাশে / সমাসক্ত নাগর-নাগরী সঙ্গে সঙ্গে বিকর্ষিল ছিন্নগুণ ধনুকের মতো;"[১০]

সময় চেতনার গভীর ও বহুমাত্রিক প্রকাশের দিক থেকেও 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। এখানে অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের অনুভূতি এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা একসঙ্গে মিশে গেছে। প্রেমের অভিজ্ঞতা কেবল বর্তমানের নয়; তা অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশার সঙ্গে যুক্ত। ফলে প্রেম ও বিচ্ছেদের অনুভূতি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ থাকে না; বরং তা সময়ের বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কবির কলমে ফুটে উঠেছে — অগাধ গগন হতে, দ্বিপ্রহরে, / আলোর সোনালী সুরা অঝোরে ঝরে; / সে-মাতনে বাহু তুলে, অটবী দোদুল দুলে; তারই কণা ফুলে ফুলে উঠেছে ভ'রে। / ঝরে আলোকের সুরা দ্বিপ্রহরে॥[১১]

দার্শনিকভাবে 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাটি অস্তিত্ববাদী চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত যদিও কবি সরাসরি কোনো দর্শনের অনুসারী নন, তবুও তাঁর কবিতায় মানুষের একাকীত্ব, অনিশ্চয়তা এবং অর্থের সন্ধানের প্রচেষ্টা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রেম এখানে একমাত্র আশ্রয় হলেও, সেটিও স্থায়ী নয়; ফলে মানুষ এক চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই দ্বন্দ্বই কবিতার মূল চালিকাশক্তি। আর এই দ্বন্দ্বই তার কবিতার কাব্যভাষাকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। তাঁর ভাষা ঘন, জটিল এবং প্রতীকসমৃদ্ধ, পাঠকের কাছ থেকে সক্রিয় মনোযোগ দাবি করে। এই ভাষাশৈলী তাঁর কাব্যকে সাধারণ আবেগপ্রবণ কবিতা থেকে পৃথক করে এবং তাকে এক উচ্চতর বৌদ্ধিক স্তরে উন্নীত করে। তাঁর শব্দচয়ন, বাক্যগঠন এবং ধ্বনিগত বিন্যাস কবিতার অর্থকে বহুমাত্রিক করে তোলে। কবি লিখেছেন — "শূন্যতার হিয়া; সারেঙ্গীর রলরোল বিলম্বিত / তালে সমাচ্ছন্ন পিয়ানোর মুখে সিঞ্চিল পরম / যত্নে সঞ্জীবনী সুধা; অলক্ষ্য কিঙ্কিণী ঝংকারিল / শান্ত সুরে বিরামে বিরামে। কান্তের বিহ্বল স্পর্শ / ফিরে দিল উৎসুক কম্পন যুবতীর জড় দেহে॥"[১২]

© Santiniketan Sahityapath

সর্বোপরি বলা যায়, 'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় প্রেম, বিচ্ছেদ, অস্তিত্ববোধ এবং মানসিক দ্বন্দ্ব এক বহুস্বর সংগীতের মতো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এখানে প্রেম কোনো সরল অনুভূতি নয়; বরং তা এক জটিল, বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা, তা মানুষের অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত। বিচ্ছেদ কেবল বেদনার নয়, বরং তা আত্ম-উপলব্ধির একটি মাধ্যম; অস্তিত্ববোধ মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তাকে সামনে নিয়ে আসে; আর মানসিক দ্বন্দ্ব সেই অভিজ্ঞতাকে আরো তীব্র করে তোলে। এইভাবে, 'অর্কেস্ট্রা' কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যদর্শনের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন, যেখানে প্রেম ও বিরহের চিরন্তন বিষয় আধুনিক দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুন অর্থ লাভ করেছে। তাঁর এই কবিতা আমাদের উপলব্ধি করায় যে, মানুষের অন্তর্জীবন এক জটিল অর্কেস্ট্রার মতো — যেখানে বিভিন্ন অনুভূতির সুর মিলেমিশে এক গভীর ও বহুমাত্রিক সংগীত সৃষ্টি করে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যভুবনে প্রেম, বিরহ ও অস্তিত্বচেতনা কোনো বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা নয়; বরং তারা একে অপরের গভীর অন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ থেকে এক জটিল আধুনিক মানসিকতার নির্মাণ ঘটায়। 'শাশ্বতী' ও 'অর্কেস্ট্রা' — এই দুই কবিতার নিবিড় পাঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রেম এখানে কেবল রোমান্টিক আবেগের সরল প্রকাশ নয়; এটি এক গভীর আত্মসন্ধানী অভিজ্ঞতা, যা অবধারিতভাবে বিরহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। 'শাশ্বতী' কবিতায় প্রেম এক অনির্বচনীয়, অধরা ও চিরন্তন অভিসন্ধি হিসেবে উপস্থিত। এখানে বিরহ কেবল বিচ্ছেদের বেদনাই নয়, বরং স্মৃতির মাধ্যমে প্রেমকে অনন্তায়িত করার এক নন্দনতাত্ত্বিক প্রক্রিয়। এই স্মৃতিচেতনা কবিকে তার অস্তিত্বের গভীরে নিয়ে যায়, যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি সার্বজনীন অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। প্রেমের অনুপস্থিতিই এখানে তার উপস্থিতিকে অধিক তীব্র করে তোলে — যা আধুনিকতাবাদী সাহিত্যচিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে 'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় প্রেম ও বিরহ আরও জটিল ও বহুমাত্রিক রূপে প্রতিভাত। এখানে ব্যক্তিগত আবেগ এক বৃহত্তর অস্তিত্ববাদী সংকটের সঙ্গে মিশে যায়। জীবনের বিচ্ছিন্নতা, অনিশ্চয়তা ও অর্থহীনতার বোধ — এই সব কিছু মিলিয়ে প্রেম এক ধরনের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। বিরহ এখানে শুধুমাত্র প্রিয়জনের অনুপস্থিতি নয়, বরং সমগ্র অস্তিত্বের এক অন্তর্নিহিত শূন্যতার প্রতীক। এই শূন্যতার মধ্যেই কবি তার অস্তিত্বের তাৎপর্য খুঁজে ফেরেন, যা আধুনিকতাবাদী মানসিকতার এক গভীর প্রতিফলন। এই দুই কবিতার আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রেমকে কখনোই সহজ, স্বচ্ছ বা নির্ভারভাবে দেখেন না। তাঁর কবিতায় প্রেম সর্বদাই দ্বন্দ্বময়, আত্মবিভক্ত এবং জটিল। বিরহ এই প্রেমকে তীক্ষ্ণ করে, গভীরতা দেয় এবং তাকে অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে। ফলে প্রেম, বিরহ ও অস্তিত্বচেতনা — এই তিনটি উপাদান পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে এক সমন্বিত দার্শনিক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। আধুনিকতাবাদী প্রেক্ষাপটে এই আন্তঃসম্পর্ক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আধুনিক যুগের মানুষ যে বিচ্ছিন্নতা, অনিশ্চয়তা ও আত্মপরিচয়ের সংকটে ভোগে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা তারই এক শিল্পিত প্রতিফলন। তাঁর ভাষার ঘনত্ব, প্রতীকের ব্যবহার এবং দার্শনিক গাম্ভীর্য এই অভিজ্ঞতাকে আরো জটিল ও গভীর করে তোলে।

অতএব বলা যায় যে 'শাশ্বতী' ও 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার পুনঃপাঠ আমাদের উপলব্ধি করায় — প্রেম ও বিরহ কেবল মানসিক আবেগ নয়, বরং অস্তিত্বের মৌলিক সত্যের সঙ্গে যুক্ত এক গভীর মানবিক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক মানুষের অন্তর্লৌকিক সংকট ও আত্ম-অন্বেষণের এক অনন্য কাব্যরূপ নির্মাণ করেছেন যা বাংলা আধুনিক কবিতার ভুবনে চিরস্মরণীয় ও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। 'প্রবন্ধ-সংকলন', বুদ্ধদেব বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ. ১২১
২। ওই, পৃ. ১৩০
৩। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুআরি ২০১১, পৃ. ৩২
৪। ওই, পৃ. ৩৩
৫। ওই, পৃ. ৩২
৬। ওই, পৃ. ৩৩
৭। ওই, পৃ. ৩৩

© Santiniketan Sahityapath

৮। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ', বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৬০, পৃ. ৬৪
৯। ওই, পৃ. ৬৪
১০। ওই, পৃ. ৬০
১১। ওই, পৃ. ৫৪-৫৫
১২। ওই, পৃ. ৬৪-৬৫

গ্রন্থ ঋণ:

- জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুআরি ২০১১
- বুদ্ধদেব বসু, 'প্রবন্ধ-সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৬
- বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৬০
- বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, 'আধুনিক বাংলা কবিতা', এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬২
- শুদ্ধসত্ত্ব বসু, 'সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার', মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৪
- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা কবিতার কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৫

—

Prantik Gabeshana Patrika